সমীর কর্মকার

কি পড়ি? কেন পড়ি? – সামাজিক গতিময়তার সূত্র ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে "কথা"

|| এক ||

দ্য অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ – সংক্ষেপে, ও.ডি.বি.এল। লেখক ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ হওয়ার একশ বছর পরে বইটি পড়তে পড়তে যা মনে হয়েছে তাই লিখেছি বেশ কয়েকটি নাতিদীর্ঘ রচনায়। রচনা গুলি যথাক্রমে হল- (ক) ঔপনিবেশিক দুরমুশ: "mega biblion, mega kakon: the great evil however has been done", (খ) বিকল্প 'বাক্য"-এর খোঁজ: ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড বনাম বিউপনিবেশায়ণ প্রসঙ্গে সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি, (গ) শিষ্ট, অপভ্রষ্ট, ম্লেচ্ছ জনের কথা প্রসঙ্গে ভাষার ভূগোল আর ভাষার ইতিহাস, এবং (ঘ) বাংলার নেশন-পরিচিতিতে ম্লেচ্ছ: আঁটি দিয়ে গাদা বানানো প্রসঙ্গে অপরায়ন। এই চারটি রচনার ধারাবাহিকতায় বর্তমান রচনার আয়োজন। বিষয়, কি পড়ি? কেন পড়ি? – সামাজিক গতিময়তার সূত্র ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে 'কথা"।

বিপুলায়তনের এই বইটির মুখবন্ধে, আচার্য স্বয়ং বইটিকে "মেগা বিব্লিওঁ" মানে বড় মাপের বই বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই রকম বড় একটা বই লেখা দুরূহ একটা বিষয়। পাঠ ততোধিক দুরূহ। তাই এই লেখায় খোঁজার বিষয়, কিভাবে পড়বো এই রকম একটা বড় বই? "কিভাবে-পড়ার-বিষয়"টি যেহেতু 'কিসের জন্য পড়তে চাই"-য়ের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সেহেতু পাঠের ধরন ঠিক করার সময় খেয়াল রাখা জরুরি পাঠের উদ্দেশ্যটুকুও। যেহেতু পাঠের ধরনের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে পাঠের উদ্দেশ্য সেহেতু আলাদা করে সেটার সম্বন্ধে খুব কিছু একটা বলার সম্ভাবনা নেই। এই বিষয়ে ইচ্ছুকেরা বর্তমান লেখকের এই প্রসঙ্গে লেখা অন্যান্য প্রবন্ধগুলো পড়ে দেখতে পারেন।

বিপুলায়তনের ও.ডি.বি.এল বলতে যে সংস্করণটি ধরে এগোতে চাইছি সেটি ২০১৭-এর রূপা পাবলিকেশন্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণ। সংস্করণটিতে মূল পাঠটির সাথে রয়েছে সংযোজনী এবং সংশোধনী। মূল পাঠটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৭৯। এর মধ্যে প্রথম ১৪৯টি পাতা জুড়ে লেখা হয়েছে ভূমিকা। ভূমিকার সাথে যুক্ত ৮৫ পাতার পরিশিষ্ট। ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনায় বরাদ্দ রয়েছে ৪১১টি পাতা; এবং, রূপতত্ত্বের জন্য ৪০৭টি পাতা। তারপর মূল সংস্করণে ২১ পাতার সংযোজনী ও সংশোধনী শেষে জোড়া হয়েছে ১০০ পাতার বাংলা শব্দের তালিকা। এইরকম একটি শাস্ত্রীয় বইয়ের গোড়াতে রয়েছে ১০ পাতার মুখবন্ধ, ৩ পাতার বইয়ে-ব্যবহৃত-সংক্ষিপ্ত-রূপের তালিকা, ও ১ পাতার চিহ্ন তালিকা। বাংলা লিপ্যন্তরণের জন্য ৩-টি পাতার সাথে জোড়া আছে বাংলায় উচ্চারিত ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণের ৭-টি পাতা। এইরকম একটি বইয়ের চালান্ (foreword) লিখতে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ব্যয় করেছেন তিনটি পাতা। পরে ১৯৭১ সালের সাপ্লিমেন্টারিতে ১১২ পাতার

সংযোজনী ও সংশোধনী জোড়ার পাশাপাশি ৯ পাতার শব্দ তালিকা শেষে সাপ্লিমেন্টারি সংক্রান্ত ভাষাচার্যের একটা একপাতার বিবৃতি রয়েছে। বিপুলায়তন বইটির শারীরিক সংগঠনের এই হলো একটা প্রাথমিক বিবৃতি।

বইটির বিপুল বহরটিতে ভাষা সংক্রান্ত যে আলোচনা ধরা রয়েছে তার সূচি দুইটি ধাপে লেখা হয়েছে। প্রথম ধাপে একটি সংক্ষিপ্ত সূচি এবং দ্বিতীয় ধাপে একটি বিষয় তালিকা বিস্তারে উপস্থাপন করতে ব্যয় হয়েছে ৫৭-টি পাতা। ফলত, বলার অপেক্ষা রাখেনা, এহেন সূচি ও বিষয় তালিকার পাঠই যে কোন চিন্তাশীল পাঠকের কাছে দুর্মূল্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

বইটির শুরুতে গ্রিয়ার্সন সাহেবের লেখা চালানের ঠিক পরপরই তিনটি উদ্ধৃতি রয়েছে – প্রথমটি ঋক বেদ (১০/১৪/১৫)[1] থেকে সংগৃহীত। দ্বিতীয়টি উপনিষদের। তৃতীয়টিও ঋক বেদ (১০/৭১/৪)[2] থেকে গৃহীত। প্রথম বৈদিক উদ্ধৃতিটিতে প্রাচীন ক্রান্তদর্শী পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। পরের ঔপনিষদিক আংশিক উচ্চারণটি আগ্রহোদ্দীপক। "আবিরবির্মা এধি" তৈত্তরীয় (১/১/১)[3] এবং বৃহদারণ্যক (১/৩/২৮)[4] উপনিষদের স্মৃতি উস্কে দিয়ে যাবে। ঔপনিষদিক এই উচ্চারণের মানে, "প্রকাশিত হোক"। আঁধার রাতে একলা পাগলের অনুষঙ্গে কেন জানি না রাবীন্দ্রিক ভাবনার 'আমারে তার অর্থ শেখা'র কথা মনে করিয়ে দেয় উপনিষদ থেকে সংগৃহীত এই লাইনটি! আর তৃতীয় বৈদিক উচ্চারণে ভাষাচার্য স্মরণ করিয়ে দেন, দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর কথার শরীর অতিক্রম করে ভাষার আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার কথা।

॥ দুই ॥

গ্রিয়ার্সন সাহেব ও.ডি.বি.এলের একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা লিখতে বসে, ভাষাদের উৎপত্তি ও বিবর্তন চর্চার দুইটি পথের কথা বলেছেন: প্রথম পথের পথিকৃৎ হিসেবে জন বিমস্ সাহেবের উল্লেখ করেছেন – ১৮৭০ সালে প্রকাশিত "এ কম্পারেটিভ গ্রামার অফ দ্য মডার্ন আরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস"-এর প্রসঙ্গক্রমে। এই পথের পথিকরা কোন এক নির্দিষ্ট কালে বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত কথ্যরূপগুলির তুলনা

---

[1] ইদং নম ঋষিভ্য: পূর্বজেভিয়: পূর্বেভিয়: পথিকৃদ্ভিয়:

[2] উত ত্ব: পশ্যন ন দদর্শ বাচম্
উত ত্ব: শৃণ্বন ন শৃণোতি এনাম্
উতো ত্বয়স্মাই তন্বং বি সস্রে
জায়েব পত্যে উশতী সুভাসা:

[3] …বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা
মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্
আবিরবির্মা এধি…

[4] অসতোমা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যর্মা অমৃতম্ গময়
আবিরবির্মা এধি

করে কিছু সাধারণীকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। এটিকে এককালিক তুলনামূলক পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পথের পথনির্দেশক একাধিক: আর্নেস্ট ট্রাম্প স্মর্তব্য তাঁর ১৮৭২-এর "গ্রামার অফ দ্য সিন্ধি ল্যাঙ্গুয়েজ: কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য সংস্কৃত-প্রাকৃত অ্যান্ড দ্য কগনেট ইন্ডিয়ান ভার্নাকুলার্স"; ১৮৮০-তে অগাস্ট ফ্রেডরিক রুডলফ হোয়ার্নলে প্রকাশ করেছেন "এ গ্রামার অফ দ্য ইস্টার্ন হিন্দি: কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য আদার গৌড়িয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস"; এবং, ১৯১৪-য় জুল ব্লকের "দ্য ফরমেশন অফ দ্য মারাঠি ল্যাঙ্গুয়েজ" প্রকাশিত হচ্ছে। দ্বিতীয় পথের পথিকেরা এককালিক তুলনামূলক চর্চায় নিজেদের আবদ্ধ না রেখে নিজেদের নিযুক্ত করছেন ঐতিহাসিক ভাবে নির্ধারিত বিবর্তনের চর্চাতেও। গ্রিয়ার্সনের মতে ভাষাচার্য ছিলেন দ্বিতীয় পথের অনুসারী। অবশ্য কেবলমাত্র ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অনুসারী বলে ছেড়ে দিলে এক্ষেত্রে সত্যের অপলাপ হওয়ার সমূহ সম্ভবনা। তিনি তাঁর স্নাতকোত্তর পঠন পাঠনের সময় ইংরেজি ভাষার ইতিহাস পড়েছিলেন। বুঝেছিলেন, "an appreciation of the racial, historical, and cultural background was thought to be helpful in following the linguistic development"। ফলস্বরূপ, ১৪৯ পাতার দীর্ঘ ভূমিকার আয়োজন – সঙ্গে ৮৫ পাতার পরিশিষ্ট। বিস্তৃত এই পরিসর জুড়ে সংযোগ ও সরণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বহুভাষিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষা ঠিক কীভাবে সাংস্কৃতিক তথা ভাষিক বিবর্তনের পথ ধরে আজকের চেহারা প্রাপ্ত হচ্ছে – তারই বিশদে আলোচনা করেছেন। তাঁর সেই আলোচনা বাংলাকে কেন্দ্র করে হলেও বিভিন্ন কালপর্বে অন্যান্য বহু ভাষার সান্নিধ্যে বাংলার যে ইতিহাস যাপন তার প্রভাবও আলোচিত হয়েছে। এই যাপনেরই ছাপ বর্তমান বাংলার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়।

ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণগুলি যে সামাজিক ইতিহাস ও ভৌগোলিক বাস্তবতার প্রসঙ্গগুলিকে বাদ দিয়ে আলোচিত হতে পারে না, সে নিয়ে আচার্যের কোন সংশয় ছিল বলে মনে হয় না। একটি ভৌগোলিক পরিসরে কথ্যরূপগুলির বিন্যাস সামাজিক সংযোগ এবং সরণের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। এই প্রেক্ষাপটকে বাদ দিয়ে ধ্বনিতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব আলোচিত হতে পারে না। বাক্যতত্ত্ব আর প্রয়োগতত্ত্বও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলা ভাষার নির্মিতিতে অস্ট্রোএশীয়, দ্রাবিড়ীয়, এবং তিব্বতীবর্মীয় বর্গের কথ্যরূপগুলির যে ছায়া পড়েছে তা তাদের যৌথ যাপনেরই পরিণতি। শুরুতেই তাই কথ্যরূপের সন্ততি (speech continuum) দর্শাতে গিয়ে পশ্চিমের (ক) সাঁওতালি, হো, মুন্ডারি, (খ) মালতো, কুরুখ, এবং (গ) উত্তর ও উত্তরপূর্বের লেপচা, ধিমাল, লিম্বু, খাম্বু, জঙ্খা, ভুটানি, বোড়ো, গারো, মেচ খাসি ইত্যাদি গোষ্ঠীর কথ্যরূপগুলির উল্লেখ করেছেন। অবিচ্ছিন্ন ভাষাঞ্চলের নির্মীতিতে অনার্য অবদান প্রসঙ্গে ৭১ সংখ্যক মন্তব্যের গোড়াতেই উল্লেখ করেছেন, "[t]he differences in pronunciation and stress, as well as in general enunciation and grammar, which are observable in the Bengali of a Manbhum

peasant, and in that of one from Maimansing, are certainly connected with the fact that one is mainly Kol (or mixed Kol and Dravidian), and the other modified Boḍo (Tibeto-Burman), by origin"। কথ্যরূপের এই ভৌগোলিক বিন্যাস যে ভাষা সংযোগ ও সরণের প্রসঙ্গে ভীষণ ভাবে জরুরি তা তিনি বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। ভাষা সংযোগ এবং সরণের প্রসঙ্গে ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং রূপতাত্ত্বিক বর্ণনের যে আয়োজন ও.ডি.বি.এলে তিনি করেছেন তা কথ্যরূপের যৌথ যাপনকে অতিক্রম করে নয়। এ প্রসঙ্গে ভাষাচার্যের একটি মন্তব্য উল্লেখ না করলেই নয়: "There cannot be any question that the dialects of the Aryan language were losing their purity in the East, at a time when the West had preserved it better"। ফলত, বিকৃত থেকে বিকট বা কৃণু থেকে কুরু-র রূপান্তরকে তিনি কেবল ধ্বনি ব্যবস্থার নিরিখে রূপতাত্ত্বিক পরিমার্জন হিসেবে দেখেন নি – দেখেছিলেন ইতিহাসের আলোয় সমাজ পরিবর্তনের ধারায়। কথ্যরূপের আলোচনায় তাই সামাজিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ অবধারিত ভাবে এসে হাজির হয়। এই বিষয়ে আগ্রহীদের জন্যে উদাহরণ স্বরূপ Vrātya Speech of The East-এর অংশটুকু উল্লেখ করছি। সামাজিক গতিময়তার যে ইতিহাস তারই হাত ধরে ধ্বনি ও রূপের পরিবর্তন হয়: অপিনিহিতির পরে অভিশ্রুতি হয়। অপিনিহিতি আর অভিশ্রুতির মধ্যেকার পূর্বাপর সম্পর্ক কোনো এক বিশুদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক কারণে নয় – ও.ডি.বি.এলের ১৮৪ থেকে ১৯২ সংখ্যক আলোচনায়, ভাষাচার্যের ব্যাখ্যা পদ্ধতি দেখিয়ে দেয় ভৌগোলিক পরিসরে পূর্বাপরের এই ঐতিহাসিক সম্পর্ক স্থানীয় জনবিন্যাসে অন্তর্লীন থাকা গতিময়তার দ্বারা নির্ধারিত। আচার্য কথ্যরূপের আলোচনায় মানবপ্রকৃতির ভূগোল আর ইতিহাস লেখেন। তাই ভাষার মতো বিমূর্ত বিষয় তার আলোচ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে কলকাতার জিজ্ঞাসার পক্ষ থেকে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত "Suniti Kumar Chatterji: The Scholar and the Man" সংকলনের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধে অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্জির বক্তব্য লক্ষ্যনীয়: "With him, language as a human phenomenon is something dynamic, something that develops continuously, and so any treatment of fragments of speech as something abstract and static has no appeal for him"। তারই অনুরণন ভাষাচার্যের আক্ষেপে, "Linguistics as a modern science is still in its infancy in India, … is hopelessly inadequate to create an intelligent interest in the subject"। ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে সেই বুদ্ধিদীপ্ত আগ্রহেরই একটা ধরন এই আলোচনায় হাজির করবার চেষ্টা করা যেতে পারে ব'লে মনে হয়েছে।

|| তিন ||

বারংবার ভাষাচার্যের লেখায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে কথ্যরূপ পর্যবেক্ষণের প্রসঙ্গটুকু। কারণ, কথ্যরূপেই বাসা বেঁধে থাকে উচ্চ বনাম নীচ, সাহিত্যিক বনাম লোকায়তিক, ঔপনিবেশিক বনাম দেশজ শিক্ষায়

দীক্ষিত বিভিন্ন বর্গের মানুষের কথা: "An intermingling of dialects, in addition to the dominant influence of the literary language, has made the question complicated. There were also class dialects, spoken by members of the same class or caste scattered over a large area" (71)। এই রকম এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে ব্যাকরণে আলোচিত তৎসম, তদ্ভব, অপভ্রংশ, এবং ম্লেচ্ছ কেবল শব্দের বর্গীকরণ নয়। আসলে তা সমাজ বাস্তবতার এক ধরনের প্রক্ষেপণ: "[t]he term 'Apabhraṅśa' originally had no special significance, and merely meant *speech fallen off (form the norm), vulgar speech.* The learned man's contempt for popular speech is manifested in the use of the terms <<apaśabda, apabhraṅśa, apa+✓bhāṣ>> by Patañjali…In Bengal, the Paṇḍits used to describe the Sanskritised literary Bengali as সাধুভাষা <<sādhu-bhāṣā>>, and the actual, living Bengali as অপভাষা <<apa-bhāṣā>> or ইতর-ভাষা <<itara-bhāṣā>>" (51)।

ভাষাচার্য ভাষা সংক্রান্ত নিয়মনীতিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। ভাষা সংক্রান্ত যাবতীয় সবকিছুকেই তিনি সামাজিক গতিময়তার নিরিখে বুঝতে চেয়েছিলেন। পূর্বের ব্রাত্যজনের কথায় অপিনিহিতির ব্যাপক উপস্থিতি বুঝতে তাই একজন পাঠককে যেতে হবে হর্নলে এবং গ্রিয়ার্সন প্রস্তাবিত আর্য পরিযানের inner-outer থিওরীর উপর। হর্নলে ও গ্রিয়ার্সনের মত অনুযায়ী ভারতে আর্য পরিযান দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়: প্রথম পর্যায়ের আর্য পরিযায়ীদের মধ্যদেশীয় গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চল থেকে পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকে বিতাড়িত করে দোয়াব অঞ্চলে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিযায়ীরা নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করে। মধ্যদেশীয় আর্যরা inner আর পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণদেশীয়রা outer-রূপে চিহ্নিত। Outer হিসেবে চিহ্নিত পূর্বাঞ্চলীয় কথ্যরূপ পূর্বী মাগধীর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতি।[5] এই পূর্বী মাগধীর উত্তরসূরী আধুনিক ভারতীয় আর্যের বাংলা, অহমিয়া এবং ওড়িয়া ভাষা। হর্নলে প্রস্তাবিত এবং গ্রিয়ার্সন সমর্থিত এই প্রস্তাবনা ভাষাচার্য অংশত মানলেন। কিন্তু বাকি অংশটুকু মানলেন না। হর্নলে এবং গ্রিয়ার্সন বিশ্বাস করতেন অন্তর এবং বহির্ভাগের পরিযায়ী আর্যরা যথাক্রমে বৈদিক এবং অবৈদিক গোত্রভুক্ত হলেও পূর্বী মাগধীর অবৈদিক আর্যেরা উত্তরাধিকার সূত্রে অপিনিহিতি অর্জন করেছিলেন। ভাষাচার্য উদাহরণসহ দেখালেন, যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে বহির্ভাগের সমস্ত আর্য অবৈদিক কথ্যরূপের একই পরিণতি হওয়ার কথা। অপিনিহিতি সংক্রান্ত এজাতীয় কোন নিয়মতান্ত্রিক বিধি বন্দোবস্ত বহির্ভাগের বিভিন্ন আঞ্চলিক কথ্যরূপগুলিতে দেখা যায়নি। অন্য এক সম্ভাবনার কথা প্রস্তাব করতে গিয়ে তিনি বহির্ভাগের অনার্য গোষ্ঠী গুলির

[5] ODBL 76/A/b: "Epenthesis is certainly present in the Eastern languages, and it is specially a characteristic of Eastern Magadhan (Bengali-Assamese-Oṛyā). On the other hand, it is absent in Mārāṭhi and in Sindhī among the 'outer' languages of the West, although it is found in Gujarātī, and Lahndī, as well as in the Dardic Kaśmīrī. In the Midland speech, sporadic cases of Epenthesis do occur…But epenthesis cannot be said to characterize Western Hindi."

প্রসঙ্গ টেনে আনেন। অপিনিহিতি আর্য অবৈদিক কথ্যরূপের সাথে অনার্য কথ্যরূপের সংযোগের পরিণতি।